স্মারক নং-বিসিসি/প্র:ক:নি:সভা:১৮/২৪-১২৮(৮) তারিখঃ ২৭/০২/২০২৪ খ্রি.

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থেঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন।
৩। সম্মানিত কাউন্সিলর (সকল), বরিশাল সিটি কর্পোরেশন।
৪। সহকারী একান্ত সচিব, মাননীয় মেয়র, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন (মাননীয় মেয়রের সদয় জ্ঞাতার্থে)।
৫। বিভাগীয়/শাখা প্রধান (সকল), বরিশাল সিটি কর্পোরেশন।
৬। বাজেট কাম হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন।
৭। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন।
৮। জনাব..
৯। সংশ্লিষ্ট নথি।

27.2.024

(মোঃ ইসরাইল হোসেন)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বরিশাল।

CamScanner

হওয়া, যানবাহন সমস্যা ইত্যাদি। এসব বিষয়ে তিনি জাইকার সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সচিব এবং প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের চলমান কার্যক্রম সার্বক্ষণিক মনিটরিং করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশ অনুযায়ী সিএলসিসি কমিটি পুনঃসক্রিয় করণ করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

(২) সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক বাজেট, রাজস্ব আদায়সহ বাজেট বাস্তবায়ন এবং বার্ষিক আর্থিক বিবরণী এবং সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন পরিকল্পনা অথবা পরিকল্পিত ও চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ , বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন ইত্যাদি বিষয়ে বছরে কমপক্ষে দুইবার সিএলসিসি সভা আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

(৩) স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশিকা অনুযায়ী বরিশাল মহানগরীর ৩০টি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (ডব্লিউএলসিসি) গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

(৪) প্রথম দিকে বছরে দুবার (ডব্লিউএলসিসি) সভা আয়োজন নিশ্চিত করা এবং পরের বছর হতে সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক বাজেট ও আর্থিক বিবরণী, ওয়ার্ডের হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় কার্যক্রম, সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন পরিকল্পনা অথবা ওয়ার্ড সম্পর্কিত উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা সিটি কর্পোরেশনের নাগরিক পরিসেবার সমস্যা ও সুপারিশসমূহ ইত্যাদি বিষয়ে প্রতি ত্রৈমাসিক সভা আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

(৫) নাগরিকদের সম্পৃক্ত করে ওয়ার্ড পর্যায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিচ্ছন্নতা অভিযান ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নাগরিক সচেতনতামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

(৬) সিএলসিসি এবং ডব্লিউএলসিসি'র সভার কার্যবিবরণী ও সুপারিশসমূহ কাউন্সিলর কর্তৃক সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সভায় ও সাধারণ সভায় আলোচনা করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

(৭) সিএলসিসি ও ডব্লিউএলসিসি সভার সুপারিশ স্থায়ী কমিটি ও সাধারণ সভায় আলোচনা ও অনুমোদনের পরে গৃহিত সুপারিশসমূহ সিটি কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সভার আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরীত/-

(আবুল খায়ের আব্দুল্লাহ)
মেয়র
বরিশাল সিটি কর্পোরেশন।

চলমান-

CamScanner

জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল), বরিশাল সিটি কর্পোরেশন সভাপতির অনুমতিক্রমে তিনি বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান অবস্থান এবং চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ সভায় তুলে ধরেন। বিগত সময়ে এই অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রাকৃতিক দূর্যোগ তথা সিডর, আয়লার মত প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে ক্ষয় ক্ষতির বিবরণ সভায় তুলে ধরেন। কীর্তনখোলা নদীর তীরবর্তী বেশকিছু কলোণীর চিত্র তিনি সভায় তুলে ধরেন। একটু ঝড় বৃষ্টি হলেই উক্ত এলাকাগুলো প্লাবিত হয়ে যায়। ফলে ঐ এলাকার লোকজন সবসময়ই ঝুকির মধ্যে বসবাস করেন। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে শহরের কীর্তনখোলা নদী তীরবর্তী ১৮টি বস্তি সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয় মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

সভার সভাপতি মাননীয় মেয়র, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন তথা বরিশাল বাসীর পক্ষ থেকে জাইকা-কে ধন্যবাদ জানান তাদের সহযোগিতার জন্য। তিনি বলেন, বরিশাল নগরবাসি তাদের কাঙ্খিত প্রত্যাশা পূরণের জন্য তাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছেন। তিনিও জনসাধারণকে তাদের কাঙ্খিত সেবা প্রদানে বদ্ধপরিকর বলে সভাকে অবহিত করেন এবং এবিষয়ে তিনি জাইকার পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেন। এবিষয়ে তিনি সকল কাউন্সিলরদের সচেতন এবং দায়িত্বশীল হওয়ার আহবান জানান। কাউন্সিলরবৃন্দ সচেতন হলে তারা স্ব-স্ব ওয়ার্ডের জনগণকে সচেতন করতে পারবেন। তাহলে সিটি কর্পোরেশনের কাজও অনেক সহজ হবে বলে তিনি সভাকে জানান। যেমন- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয় সম্পর্কে যদি জনগণকে সচেতন করা হয় তাহলে তারা যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলবে এবং সিটির পরিচ্ছন্ন কর্মীরা নির্দিষ্ট স্থান থেকে ময়লা আবর্জনা অপসারন করবে। ফলশ্রুতিতে পরিচ্ছন্ন নগরী গড়ে তোলা সম্ভব। এছাড়া ট্যাক্স পরিশোধের বিষয় সম্পর্কে ওয়ার্ডবাসিকে সচেতন করলে এবং ট্যাক্সের টাকা দিয়ে কি কি উন্নয়নমূলক কাজ করা হয় তা ওয়ার্ডবাসিকে বোঝালে জনগণ ট্যাক্স প্রদানে আগ্রহী হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এবিষয় তিনি সিটি কর্পোরেশনের পাশাপাশি নগরবাসিকেও আরো সচেতন এবং দায়িত্বশীল হওয়ার আহবান জানান। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বরিশাল মহানগরীকে একটি মডেল নগরীতে পরিনত করা সম্ভব বলে তিনি তার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের কিছু সমস্যা তিনি সভায় তুলে ধরেন। যেমন- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, আভ্যন্তরিন খালসমূহ ভরাট

চলমান-

CamScanner

জনাব মেহের আফরোজ মিতা, এনজিও প্রতিনিধি, দি-হাঙ্গার প্রজেক্ট, বরিশাল প্রথমেই তিনি মেয়র মহোদয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এরকম একটি অনুষ্ঠানে তাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। নগরবাসি বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের কাছ থেকে তাদের কাঙ্খিত সেবা পাচ্ছে কিনা, সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ প্রকৃত অবস্থা জেনে প্রকৃত সেবার মাধ্যমে নগরবাসির প্রত্যাশা পূরণ করেন। এ বিষয়ে তিনি সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান।

জনাব অপূর্ব অপু, ব্যুরো প্রধান, সময় টিভি, বরিশাল তিনি মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান তাকে সভায় আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। পাশাপাশি আয়োজকদেরও ধন্যবাদ জানান এরকম একটি সভার আয়োজন করার জন্য। তিনি কর্তৃপক্ষকে এধরনের সভা চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানান। কারন, এরকম সভায় জনগণ তাদের চাহিত বিষয়গুলো তুলে ধরতে পারেন এবং সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ তদানুযায়ী সেবাপ্রদান করতে পারেন।

জনাব আনিচুল হক খান, সমাজ সেবক মেয়র মহোদয় এবং আয়োজক কমিটিকে ধন্যবাদ জানান এরকম একটি সভার আয়োজন করার জন্য। এর মাধ্যমে জনগণ তাদের চাওয়া পাওয়া তুলে ধরতে পারেন। নাগরিক জরীপের জন্য যে প্রশ্নপত্র দেয়া হয়েছে তা আমন্ত্রণ পত্রের সাথে প্রেরণের প্রস্তাব করেন। তাহলে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা সহজ হবে বলে তিনি তার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জনাব আহসান মুরাদ চৌধুরী, সম্পাদক, আমেনা বেগম সমাজ কল্যাণ সংস্থার পক্ষ থেকে মেয়র মহোদয়সহ সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, সিটি কর্পোরেশন হলো সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। জাইকা সিটি কর্পোরেশনের সেবার মানোন্নয়নের জন্য সহযোগিতা করছে। এর মাধ্যমে যেন জনগণ তাদের কাঙ্খিত সেবা পায় সেবিষয়ে তিনি সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিশেষ করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমান্বয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে, সেবিষয়ে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের সতর্ক দৃষ্টি রাখার অনুরোধ জানান। পাশাপাশি বরিশাল সিটি কর্পোরেশনকে নারী ও শিশু বান্ধব নগরী হিসাবে গড়ে তোলার জন্য মেয়র মহোদয়ের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

চলমান-

CamScanner

পরিকল্পনা অথবা পরিকল্পিত চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ, বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন ইত্যাদি বিষয়ে বছরে কমপক্ষে দুইবার সিএলসিসি'র সভার আয়োজন করার প্রস্তাব করেন। প্রতিটি সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করে সিটি কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার প্রস্তাব করেন। সিএলসিসি'র সভায় উত্থাপিত উল্লেখযোগ্য বিষয় ও সুপারিশসমূহ সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় উপস্থাপনসহ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রস্তাব করেন। স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী নগরীর ৩০টি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (ডব্লিউসিএলসিসি) গঠন বা পুন:সক্রিয়করণের প্রস্তাব করেন। প্রথম দিকে বছরে দুবার (ডব্লিউসিএলসিসি) সভা আয়োজন নিশ্চিত করা এবং পরের বছর হইতে প্রতি ত্রৈমাসিকে ওয়ার্ডের হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় কার্যক্রম, সিটি কর্পোরেশনের নাগরিক পরিসেবার সমস্যা ও সুপারিশসমূহ, সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন পরিকল্পনা অথবা ওয়ার্ড সম্পর্কিত উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা, নাগরিকদের সম্পৃক্ত করে ওয়ার্ড পর্যায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিচ্ছন্নতা অভিযান ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নাগরিক সচেতনতামূলক কর্মকান্ড পরিচালনার বিষয়ে সভার আয়োজন করার প্রস্তাব করেন। (ডব্লিউসিএলসিসি)'র কার্যক্রমের উপর কাউন্সিলরদের নিয়ে ওরিয়েন্টেশন সভার আয়োজন করার প্রস্তাব করেন।(ডব্লিউসিএলসিসি)'র সুপারিশসমূহ কাউন্সিলর কর্তৃক সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সভায় ও সাধারণ সভায় উপস্থাপন করে আলোচনা করার প্রস্তাব করেন। সিটি কর্পোরেশনের সকল তথ্যাদি ও অন্যান্য ডকুমেন্ট কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা ও নাগরিক সেবা তথ্য কেন্দ্রে মজুদ নিশ্চিত করা, ডকুমেন্টগুলো হলো সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক বাজেট, বার্ষিক আর্থিক বিবরণী, বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন, সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহিত প্রবিধান ও উপ-আইন কর্পোরেশনের সাধারণ সভা ও স্থায়ী কমিটি সভার কার্যবিবরণী সিএলসিসি ও ডব্লিউএলসিসি'র সভার কার্যবিবরণী সিটি কর্পোরেশনের ওয়েবসাইট, ফেইসবুক ও অন্যান্য প্লাটফর্মে প্রদর্শন করার প্রস্তাব করেন। সিটি কর্পোরেশন থেকে নাগরিক সেবা প্রদানের বিষয়ে নাগরিকদের মতামত ও তাদের সন্তুষ্টির মাত্রা জানা, সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে নাগরিকদের ধারনা নিরূপন করা ও সচেতন নাগরিক হিসাবে নাগরিক সেবায় সক্রিয় অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে নাগরিকদের নিয়ে নাগরিক জরীপ পরিচালনার প্রস্তাব করেন।

চলমান-

বরিশাল সিটি কর্পোরেশন
নগর ভবন, বরিশাল।
(প্রশাসনিক শাখা)
www.barishalcity.gov.bd

নতুন বরিশাল গড়ার অঙ্গিকার
জয় হোক শেখ হাসিনার

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (সিএলসিসি) এর মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি ঃ আবুল খায়ের আব্দুল্লাহ
মাননীয় মেয়র
বরিশাল সিটি কর্পোরেশন

সভার স্থান ঃ নগর ভবন সভাকক্ষ
সভার তারিখ ঃ ২৭/০২/২০২৪
সভার সময় ঃ দুপুর ২.৩০ টা
উপস্থিতি ঃ পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি জনাব মোঃ ইসরাইল হোসেন, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল-কে সভা পরিচালনা করার অনুরোধ জানালে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন সভাপতির অনুমতিক্রমে বলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্যকে বাস্তবায়নের জন্য অনেক বৈদেশিক সংস্থা বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগিতার পাশাপাশি সকল সিটি কর্পোরেশনকে সহযোগিতা প্রদান করছে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে জাইকার সহযোগিতায় দেশের ১২টি সিটি কর্পোরেশনে সিএলসিসি কার্যক্রম চলমান আছে। তিনি সভাকে অবহিত করেন সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয় সাধন করে সহযোগিতা প্রদান করে থাকেন। সিটি কর্পোরেশনের সাথে নগরবাসির সুবিধা, অনুবিধার বিষয় সিএলসিসি সমন্বয় করে থাকেন।

জনাব মনি মালা রায়, জাইকা প্রতিনিধি, তিনি জাইকা এবং সিফোরসি এর পক্ষ থেকে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী সিএলসিসি গঠন বা পুনঃ সক্রিয়করণের প্রস্তাব করেন। সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক বাজেট, রাজস্ব আদায়সহ বাজেট বাস্তবায়ন এবং বার্ষিক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত এবং সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন

চলমান-

CamScanner